বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান– সাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক, সাময়িকপত্রে বিজ্ঞানের প্রসার–একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা

অধ্যাপক সমীর কুমার সাহা

অধ্যাপক সমীর কুমার সাহা মেকানিকাল ইন্জিনিয়ারিং-এ পি.এইচ.ডি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তাঁর শিক্ষনের বিষয় তাপগতিবিদ্যা, সৌরশক্তি ও স্টীমবিদ্যুৎ উৎপাদন। বর্তমানে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষক। তিনি অনেক জনপ্রিয় বাংলা বিজ্ঞান বই এর লেখক ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে যুক্ত। যাদবপুরযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাংলায় বেতার বক্তৃতার সংখ্যা প্রায় ৩০। তিনি বিড়লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালার পরিচালনমন্ডলীর সদস্য ছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার শুরুতে তিনটি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়-হিন্দু কলেজ, কলিকাতা বুক সোসাইটি এবং শ্রীরামপুর মিশন। এরমধ্যে প্রথমে নাম পাওয়া যাচ্ছে 'দিগদর্শন' পত্রিকার (এপ্রিল, ১৮১৮), প্রকাশনায় শ্রীরামপুর মিশন। স্কুল বুক সোসাইটি পরপর প্রকাশ করে 'জ্যোতিষ ও গোলোধ্যায়' (১৮১৯, ২য় সং) এবং পরে পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্ত (১৮১৯)।

বাংলায় বিজ্ঞানলেখা সম্পূর্নতা লাভ করে যথাক্রমে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১), ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির হাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশ করেন ১৯২৭ সালে। সত্যেন্দ্র নাথ বসূকে উৎসর্গ করা এই বইতে রবীন্দ্রনাথ একটা সুন্দর উপমা দিয়েছেন ভূমিকায়, 'মাল খুব কমিয়ে একে হালকা করা বোধ করি নি'।

ইতিহাসের ধারায় আমরা দেখি ৬০-এর দশকে বাংলায় পাঠ্য যাকে বলে এ-গ্রেড বইয়ের সহজলভ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বা ক্ষেত্রমোহন সেনশর্মার অনুদিত রসায়ন - বহু কৃতি বিজ্ঞানী তৈরীতে সাহায্য করেছে। যেমন ছিল যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর পাটিগণিত, কে. পি. বসুর বীজগণিত। অবস্যই কেশবচন্দ্র নাগের গণিত বই।

সমান্তরালভাবে বিজ্ঞানের পত্রিকা বাংলায় তখন ছিল হাতে গোনা। 'জ্ঞান-ও-বিজ্ঞান' (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ), ছাড়া 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' - সাময়িকপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী প্রয়াস হিসেবে 'উৎস মানুষ', 'অণ্বেষা', 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' র নাম করা যায়। কিছুকাল কল্পবিজ্ঞানের সাময়িকপত্র 'আশ্চর্য' খুবই সারা জাগিয়েছিল। এখানে মনে রাখতে হবে - বিজ্ঞানের উদ্ভাবনে কল্পবিজ্ঞানের বিরাট এক ভূমিকা আছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলায় বিজ্ঞান রচনা ও প্রকাশনায় ভাঁটা পড়লো। এই প্রবন্ধে সেই গরিমার যুগের অবসান এবং কিছু সমাধানের কথা ছোঁওয়া হবে।

ভাঁটা কেন? বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা বলে-

(১) লিটল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞানের লেখার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ-যে রকমটি করে মূল ধারার সংবাদপত্র আর সাময়িক পত্রও।
(২) পশ্চিমবঙ্গে এই সঙ্কট ভীষণ বেশি কারণ প্রখ্যাত অধ্যাপকরা বাংলায় বই লিখতে চান না (আন্তর্জাতিক বা সর্বভারতীয় বাজার নেই বলে?)।
(৩) আধুনিক প্রকাশনায় প্রযুক্তি ও বিপণনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত উৎসাহী দক্ষ সংগঠক বা প্রকাশকের অভাব।

(৪) যে কোন কারণেই হোক–বাংলা চলচ্চিত্র, দূরদর্শন–বিজ্ঞান থেকে শতহস্ত দূরে। 'কোয়েস্ট'-এর মত প্রোগ্রাম একটাই হয়েছিল। হলে সাধারণের উৎসাহ অনেক বেশি ফ্যাশন এবং খাওয়া দাওয়ায়। এমনকি খেলার সাময়িকীও উঠে গেছে। আমরা পাচ্ছি 'হ্যাংলা হেঁসেল'-এর মতো সাময়িক পত্র।

(৫) পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, কারিগরি বিদ্যা – এর ওপর দেশীয় কাজ বা বাংলায় লেখা কমে গেছে।

(৬) পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদেও আমরা বাংলাদেশের থেকে পিছিয়ে। রেসনিক হ্যালিডের বহুল প্রচলিত পদার্থবিদ্যার বই বাংলাদেশ থেকে অনুদিত ও প্রকাশিত।

(৭) বিজ্ঞান ক্লাব বা বিজ্ঞান সংগঠনগুলো 'দলের' উপশাখা হওয়াতে এমনকি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মতো সংগঠনও প্রায় ভেঙ্গে পরা।

(৮) পাড়ার পাঠাগার চর্চার/ব্যবহারের শোচনীয় হাল।

(৯) ভাষা শিক্ষার দুর্বলতা থেকে ভাষা ব্যবহারের অপুষ্টতা – বাংলা বিজ্ঞান চর্চা সীমিত করেছে।

(১০) বাড়ি ও বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ – এটা সমাজবিজ্ঞানীরা ভেবে দেখবেন।

তবু আশার আলো–শ্রী আশীষ লাহিড়ী, পথিক গুহ – খুব অল্প কয়েকজন বাংলায় বিজ্ঞান লেখার ধারা বজায় রেখেছেন। 'দেশ' পত্রিকা এখনও বিজ্ঞানের লেখা ছাপে।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ভবিষ্যত রূপরেখা নির্ধারণ করতে এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ প্রয়োজন। প্রয়োজন ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রভৃতির কাজের মূল্যায়ন।

<u>সূত্র:</u>

১। *বঙ্গীয় সাহিত্যে বিজ্ঞান,* ড: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,১৯৮১।

২। *বিজ্ঞান যখন আন্দোলন–ইতিহাসের পথ বেয়ে,* সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, সেতু প্রকাশনী, ২০১৮

৩। *বঙ্গে বিজ্ঞান,* আশীষ লাহিড়ী, সাহিত্য সংসদ, ২০১৮।

৪। *বাংলার নবজাগরণে বিজ্ঞান চেতনা,* অসীমকুমারমুখোপাধ্যায়,বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২০০৬।

৫। *সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ,* ১ম ও ২য় খন্ড।

৬। *বিজ্ঞান কোষ (১ম, ২য়),* সম্পা. সিদ্ধার্থ রায়, সমীর সাহা, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২।